بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
২৯ অক্টোবর ২০২১

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সঙ্গে ভার্চুয়াল সাক্ষাতের সম্মান লাভ করলো আয়ারল্যান্ডের ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা

বিস্তৃত পরিসরে প্রশাসনিক ও ধর্মীয় বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করলেন হুযূর আকদাস

২৪ অক্টোবর ২০২১, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত আয়ারল্যান্ডের ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা (জাতীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ)-কে এক ভার্চুয়াল (অনলাইন) আনুষ্ঠানিক সভা ও সাক্ষাতের সুযোগ দান করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)।

হুযূর আকদাস (যুক্তরাজ্যের) টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে তাঁর কার্যালয় থেকে এ সভার সভাপতিত্ব করেন, আর আমেলার সদস্যগণ আয়ারল্যান্ডের গলওয়েতে অবস্থিত মরিয়ম মসজিদ থেকে ভার্চুয়ালি সভায় যোগদান করেন।

সভায় উপস্থিত সকলেই হুযূর আকদাসের সঙ্গে কথোপকথনের এবং তাঁর নিকট বিভিন্ন বিষয়ে দিক-নির্দেশনা ও পরামর্শ চাওয়ার সুযোগ পান।

দেশে কার্যকর প্রচারকার্য (তবলীগ) পরিচালনার বিষয়ে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"তবলীগের কাজে গতি সঞ্চারের জন্য মানুষের সাথে আপনাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক বৃদ্ধি করতে হবে এবং তাদের সাথে ওয়ান-টু-ওয়ান সাক্ষাৎ করতে হবে বা সভায় মিলিত হতে হবে। কার্যকর তবলীগ কেবলমাত্র তখনই সম্ভব যখন আপনারা মানুষের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হবেন। অন্যথায়, কেবল লিফলেট (প্রচারপত্র) বিতরণ যথেষ্ট নয়; কেননা, আপনারা জানবেন না যে, কারা সেগুলো পাঠ করেছেন এবং তারা সেগুলো দিয়ে কী করেছেন। লিফলেট অনেক ভিন্ন ভিন্ন উপায়ের মধ্যে একটি। আপনাদেরকে প্রতিটি উপায়ে চেষ্টা করে দেখা উচিত, যেন আপনারা অনুধাবন করতে পারেন আপনাদের পরিস্থিতিতে তবলীগের কাজ করার সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি কোনটি।"

উপস্থিত মিশনারী (ধর্মপ্রচারক)-দের একজন উল্লেখ করেন যে, স্থানীয়দের সাথে সমন্বিত হওয়া এবং আশেপাশের সমাজের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলে তবলীগের রাস্তা উন্মোচন করার জন্য তিনি একটি সাইক্লিং ক্লাবে যোগদান করেছেন।

হুযূর আকদাস পরামর্শ দেন যে, অন্যান্য যুবকদেরও উৎসাহিত করা উচিত, যেন তারা এমন সব ক্লাবে যোগদান করেন যেখানে তারা স্থানীয়দের সাথে সমন্বিত হতে পারেন, আর এর পাশাপাশি নিজেদের বিশ্বাসের শক্তিও বজায় রাখতে পারেন। এভাবে তাদের পক্ষে সম্পর্ক স্থাপন করে মানুষকে ইসলামের শান্তিপূর্ণ বাণী সম্পর্কে অবহিত করার সুযোগ সৃষ্টি হবে।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের শিক্ষার মানোন্নয়নের দায়িত্বে নিয়োজিত তালিম সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে, হুযূর আকদাস বলেন যে, একটি ছাত্র উপদেষ্টা কমিটি থাকা উচিত যা নবীনদেরকে তাদের পড়াশোনায় ভালো ফলাফল করার সর্বোত্তম পদ্ধতি এবং তাদের জন্য সবচেয়ে উপযোগী পেশা বেছে নেওয়া এবং তাতে ভালো করার বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করবে।

সভার সমাপ্তি লগ্নে, মানুষ কোভিড-১৯ বিশ্বজনীন মহামারী থেকে কোন শিক্ষা গ্রহণ করেছে কিনা এ বিষয়ে আমেলার একজন সদস্য হুযূর আকদাসের অনুভূতি জানতে চান।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"মানুষ তাদের পার্থিব ও আশা-আকাঙ্ক্ষায় এবং বস্তুবাদিতায় পূর্বের ন্যায় অবিচল রয়েছে এবং তারা খোদার দিকে মুখ ফেরায় নি, আর তারা এমনটি করতে আগ্রহীও নয়। জার্মানিতে সহ (বিভিন্ন স্থানে) সম্প্রতি যে বন্যা সংঘটিত হয়েছে, এ থেকে কি তারা কোনো শিক্ষা গ্রহণ করেছে? ক্ষণিকের জন্য, তাদের মনোযোগ আল্লাহ্‌র দিকে গিয়েছিল যখন খাবারের জন্য তাদেরকে সারিবদ্ধ হয়ে অপেক্ষা করতে হয়েছে এবং নানা ভোগান্তির শিকার হতে হয়েছে। কিন্তু, এরপর, তারা সবকিছু ভুলে গেছে যখন তাদের পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। এটা ঠিক তেমনই, যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেছেন যে, 'যখন কোন সমস্যার উদয় হয়, তখন মানুষ আমার দিকে মুখ ফিরায়, কিন্তু যখন তারা তাদের দুর্ভোগ থেকে মুক্তি লাভ করে, তখন তারা আল্লাহ্‌র কথা ভুলে যায়।' সুতরাং, এমন মনে হচ্ছে যে, আরও গুরুতর কষ্ট ও কাঠিন্য মানুষের ওপর আপতিত হতে চলেছে আর কেবল তখনই তারা কোন শিক্ষা গ্রহণ করবে, নতুবা কেবল একটি বা দু'টি বিপদে পড়া এর জন্যে যথেষ্ট হবে না।"

আমেলার একজন সদস্য হুযূর আকদাসকে বলেন যে, এমন কিছু অমুসলিম রয়েছেন যারা ইসলামের আধ্যাত্মিক শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট, কিন্তু ইসলামের জীবনযাপনের নৈতিক আচরণবিধি মেনে চলতে খুব একটা উৎসাহী নয়। তিনি প্রশ্ন করেন, এমন ব্যক্তিদের কি তবুও ইসলাম গ্রহণ করতে উৎসাহিত করা উচিত এই উদ্দেশ্যের সাথে যে, সময় অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে, তারা ইসলামের নৈতিক আচরণবিধির অনুসরণ করতে শুরু করবেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আমরা কেবল আমাদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য তবলীগ করি না। কাউকে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে এবং ইসলামে যোগদান করতে বলার মাঝে কী কল্যাণ থাকতে পারে, যদি নিজের সংশোধনের বিষয়ে তার কোনো দৃঢ় প্রতিজ্ঞা না থাকে? ইসলাম কী, আর ধর্মই বা কী? ধর্ম দাবি করে যে, আপনি নিজের সংশোধন করুন, আল্লাহ্‌র সামনে মাথা নত করুন এবং আল্লাহ্ তা'লার প্রতি আপনার দায়িত্ব পালন করুন। ... সুতরাং, তাদেরকে বলুন ইসলামের শিক্ষা কী এবং একথাও বলুন যে, তাদের এই জীবনকে একমাত্র জীবন হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়; এবং আপনাদেরকে আরও একটি জীবনের মুখোমুখি হতে হবে, যা হবে চিরন্তন এবং সেখানে আপনাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার কাছে আপনাদের কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। যদি আপনারা কোনো ভালো কাজ করে থাকেন, আপনারা পুরস্কৃত হবেন; আর যদি আপনারা ভুল কিছু করে থাকেন, তবে আপনারা শাস্তি পাবেন। সুতরাং, আপনাদেরকে অনুধাবন করতে হবে যে, এই জীবন স্থায়ী জীবন নয় আর আপনাদের সর্বদা সেই জীবনের বিষয়ে চিন্তা করা উচিত, যা আগত প্রায়, যেখানে আপনাকে আপনার কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে।"